তারিখ ... 03 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ...

সংবাদ

উগ্রপন্থিদের হাতে দর্জি নিখিল খুন

# মাদ্রাসা শিক্ষকসহ আটক ৩ জন রিমান্ডে

প্রতিনিধি, গোপালপুর (টাঙ্গাইল)

টাঙ্গাইলের দর্জি নিখিল জোয়ারদার উগ্রপন্থিদের হাতে খুনের ঘটনায় ডিবি পুলিশ গত শনিবার গভীর রাতে এক সাংবাদিকসহ তিনজনকে আটক করেছে। এরা হলো দৈনিক ইনকিলাবের গোপালপুর সংবাদদাতা এবং আলমনগর দাখিল মাদরাসার সুপারিনটেনডেন্ট আমিনুল ইসলাম মারুফি, উপজেলা জামায়াতের সম্পাদক রফিকুল ইসলাম বাদশা, বিএনপি কর্মী বীরনলহরা গ্রামের মৃত আব্দুর রশীদের পুত্র ঝন্টু মিয়া। টাঙ্গাইলের গোপালপুর পৌরসভার মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রকিবুল হক ছানা গত রোববার উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক বিশেষ সভায় জানান, গত শনিবার উগ্রপন্থিদের হাতে খুন হওয়া নিখিল জোয়ারদারের দোকানের শাটারে ঘাতকরা রাতের আধারে নীল কালিতে লিখে রেখেছিল 'আদালত তোমাকে জামিন দিলেও আমরা তোমাকে জামিন দেব না' এ কথাটি নিশ্চিত করেছেন। এ বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের কাছে জানতে চাইলে তারা জানান, বিষয়টি নিখিলকে ভয়তাড়িত করে এবং নিজের গতিবিধি সীমিত করে ফেলেন। দু'একজন পড়শিকে তিনি বিষয়টি অবহিত করেন। কিন্তু ভয়ে থানা পুলিশের স্মরণাপন্ন হননি। ঘটনার ব্যাপারে দুটি মামলা হয়েছে। একটির বাদী প্রয়াত নিখিলের স্ত্রী আরতি রানী জোয়ারদার। এটি একটি হত্যা মামলা। এ মামলায় অজ্ঞাত তিনজনকে আসামি করা হয়েছে। অন্য মামলার বাদী হলেন গোপালপুর থানার এসআই মোকছেদুল আলম। এটি বিস্ফোরণ দ্রব্য বহন ও প্রয়োগ সংক্রান্ত মামলা। হত্যা মামলাটি তদন্ত করছেন ডিবি টাঙ্গাইলের এসআই মো. তোফাজ্জল হোসেন এবং বিস্ফোরণ দ্রব্য বহন মামলাটির তদন্ত করছেন ডিবি টাঙ্গাইলের এসআই মো. নাজমুল হাসান।



ডিবির এসআই এ প্রতিবেদককে জানান, দুটি মামলাই আটককৃত তিনজনকে গ্রেফতার দেখিয়ে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করলে আদালত প্রত্যেক আসামিকে প্রতি মামলায় ৩ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করে।

এদিকে টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মাদ্রাসা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

## মাদ্রাসা : শিক্ষকসহ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিহত নিখিল জোয়ারদারের ময়নাতদন্ত শেষে গত রোববার দুপুরে ডুবাইল কেন্দ্রীয় শ্মশানে শেষ কৃত্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শেষ কৃত্যানুষ্ঠানের পূর্বে লাশ বাড়িতে পৌছলে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। পরিবারের সদস্যরাসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে। রোববার সকাল ১০টায় নিহত নিখিলের বাড়িতে এসে শোকগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দেন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের প্রধান বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম। তিনি এ সময় মিডিয়া কর্মীদের বলেন, দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক ক্রমাবনতিশীল পরিস্থিতি ও অরাজকতার দরুণ এ ধরনের নির্মম ঘটনা ঘটছে। তিনি সরকারের নিকট নিখিল হত্যাসহ উগ্রপন্থিদের হাতে সাম্প্রতিক ঘটনার সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানান। গোপালপুর থানার ওসি আবদুল জলিল দৈনিক সংবাদকে জানান, তিনটি বিষয়কে মাথায় নিয়ে পুলিশ কাজ করছে। প্রথম উগ্রপন্থি, দ্বিতীয়ত পারিবারিক বিরোধ এবং তৃতীয়ত প্রভাবশালীদের দ্বারা জমি দখল করার ষড়যন্ত্র। এদিকে এ ঘটনায় এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি জোরদার করা হয়েছে। সরেজমিনে ঘুরে দেখা যায়, নিহত নিখিলের বাড়ির সামনে বসানো হয়েছে পুলিশের চৌকি।